দৈনিক জনকণ্ঠ

৮২

তারিখ APR 23 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এক যাত্রায় পৃথক ফল! মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ ছাত্রীর মধ্যে ৪ জনকে প্রবেশপত্র দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড

মামুন-অর-রশীদ

মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ ছাত্রীর আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকেন্দ্রিক ঘটনাটি আরও জট পাকিয়েছে। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১২৮ জনকে বাদ দিয়ে চারজন ছাত্রীর নামে কলেজে প্রবেশপত্র পাঠিয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই চারজনকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে চাইছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এই চারটি প্রবেশপত্র বোর্ডে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ জনকণ্ঠকে বলেছেন, যে সমস্যার কারণে বোর্ড ১২৮ ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না, একই সমস্যা থাকার পরেও বোর্ড কিভাবে চার জনের প্রবেশপত্র প্রেরণ করে? বোর্ডের এই দ্বিমুখী ভূমিকা নিয়ে ছাত্র-অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

শনিবার মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের কলেজ শাখার (১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

এক যাত্রায় পৃথক (১২-এর পাতার পর)

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কলেজের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের প্রবেশপত্র দেয়া হয়েছে। ১৯৯৮ সালে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে মানবিক শাখার ১৩২ ছাত্রীকে শনিবার প্রবেশপত্র বিতরণকালে মানবিক শাখার ছাত্রীদের আহাজারিতে আকাশ যেন ভারি হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যেই মানবিক শাখার চার ছাত্রীর প্রবেশপত্র বোর্ড কলেজে পাঠালে কলেজ কর্তৃপক্ষ পড়েছে আরও বিব্রতকর অবস্থায়।

২০০০ সালে কার্যকর নতুন নিয়মানুযায়ী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মানবিক শাখায় যে বিষয়গুলো অধ্যয়ন করতে হবে ১৯৯৮ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশনকালে সে নিয়ম মানেনি। তারা পূর্বের নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার ফরম ফিলআপ করেছে। বোর্ড এই নিয়মে পরীক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এরপর থেকে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল-সমাবেশ করে, প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি দিয়ে অনশন করেও কোন ফল পায়নি। প্রধানমন্ত্রী গত ১২ এপ্রিল এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পরেও কার্যকর কিছুই হয়নি।

জানা গেছে, কলেজের প্রথমবার্ষের আরও এক শ' ৪৮ ছাত্রীর ক্ষেত্রেও আগামী বছর একই সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত ৯ এপ্রিল অধ্যক্ষকে শো'কজ করেছে। বর্তমান অধ্যক্ষ ১২ এপ্রিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শো'কজের জবাব দিয়েছেন। কোন কিছুতেই ফয়সালা হয়নি এক শ' ৩২ ছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টির। কলেজে যে বিষয়ে পড়ানোর অনুমতি নেই সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত রাজি হয়নি নৈতিকতার দোহাই দিয়ে। অথচ বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিভাবে এক শ' ৩২ জন ছাত্রীর মধ্যে চার ছাত্রীর নামে প্রবেশপত্র পাঠিয়েছে সেই প্রশ্ন নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড চলছে বোর্ডে ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

বোর্ড যে চারজনের নামে প্রবেশপত্র পাঠিয়েছে তারা হলো– মানসুরা বেগম, রোল নম্বর-৩১০৬২৪ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৪৭০৪৮৪। এই পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে ইসলামিক ইতিহাস দেয়া হয়েছে। রাওসমী আকতার চৌধুরী, রোল নম্বর- ৩১০৬২৩ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৪৭০৪৮২। তার প্রবেশপত্রে পৌরনীতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, রোজিনা আকতারের রোল নম্বর-৩১০৬৩০ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৪৭০৪৯০। তার প্রবেশপত্রে পৌরনীতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। শারমিন আকতারের রোল নম্বর-৩১০৬২৫ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৪৭০৪৮৫। তার প্রবেশপত্রেও পৌরনীতি বিষয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই চারটি প্রবেশপত্র পাঠানোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।